DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ১২৪

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন ইনশাআল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ফোঁড়ার অপারেশন	৩	কবরবাসীদের সঙ্গ	২১
কবরে মাটি দেয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো	৪	আমিও তো এদের অন্তর্ভূক্ত	২২
কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি	৫	কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে	২২
কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি	৫	নরম নরম বিছানা ও কবর	২৩
ওসমানী ভয়	৬	ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতো	২৩
আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো	৭	কবরে ভীতি প্রদর্শণকারী বিষয়গুলো	২৪
দুনিয়াবী জিনিসের অনুশোচনা	৮	গুণাহের ভয়ঙ্কর আকৃতি	২৪
মু'মিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়	৯	যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায়!	২৫
ইর্ষাযোগ্য কে?	১০	অন্ধ বধির চতুষ্পদ জন্তু	২৬
কি অবস্থা হবে!	১০	আহ! আমি যদি সেই ব্যক্তি হতাম	২৭
মৃত ব্যক্তির অনুভূতি শক্তি সুরক্ষিত থাকে	১১	ভীত সন্ত্রস্ত বুযুর্গ	২৭
মহা চিন্তার বিষয়	১১	আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন!	২৮
গুণাহ থেকে বাঁচার একটি ব্যবস্থাপত্র	১৩	অতি আত্মবিশ্বাসের মধ্যে থাকো না	২৯
কবরের তিরস্কার	১৪	ঈমান সহকারে মৃত্যুর ওযীফা	৩০
পালাতে পারবে না	১৪	ঘুম উড়ে গেছে	৩১
অনুগত বান্দাদের প্রতি দয়া	১৫	দিওয়ানা	৩১
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য	১৫	পুলসিরাত	৩২
আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মাহবুব ﷺ এর কান্নাকাটি	১৬	স্বপ্নে প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর দয়া	৩২
		কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য	৩৩
কবরের পেট	১৬	কবর আলোকিত করার জন্য	৩৩
হায়! মৃত্যু	১৬	কবরের সাহায্যকারী	৩৪
মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের দেখেন	১৭	(১) শায়খাইনদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মুক্তি	৩৫
একাকীত্বের দিন	১৭		
প্রতিবেশী মৃতদের আহবান	১৮	(২) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মুক্তি	৩৫
আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়!	১৯		
জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত	২০	দু'টি শিক্ষণীয় কাহিনী	৩৬
অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে	২০	**১০টি চিন্তা-ভাবনা মূলক ফরমানে মুস্তফা ﷺ**	৩৯
অস্থায়ী কবর	২১	জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল	৪২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা [১]

হয়তো নফস প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিজের আখিরাতের মঙ্গল করুন।

ফোঁড়ার অপারেশন

আফতাবে শরীয়াত ও তরিকত, শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী, আশিকে রাসূল, সাহাবীদের শানে প্রাণ উৎসর্গকারী, আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসা পোষণকারী এবং দরূদ ও সালামের আশিক ছিলেন।

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সিন্ধু প্রদেশ) পহেলা মুহার্‌রামুল হারাম ১৪২৫ হিজরি রোজ রবিবার (২০,২১,২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইংরেজি সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) তে প্রদান করেছিলেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ---------- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

যখনই জ্ঞান অর্জন ও পাঠদান থেকে অবসর হতেন তখন যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। তার শরীর মোবারকে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিলো, যার অপারেশন করা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার বেহুশ করার ইনজেক্শন দিতে চাইলে তিনি নিষেধ করে দেন, অতঃপর তিনি দরূদ ও সালামের ওযীফা পাঠে ব্যস্ত হয়ে যান, এরূপ অনুভূতি ও হুশ থাকাবস্থায় অবস্থায় দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত অপারেশন হতে থাকে। দরূদ শরীফের বরকতে তিনি কোন ধরণের কষ্টকর অবস্থা প্রকাশ হতে দেননি। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরে মাটি দেয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো

এক ব্যক্তির ইন্তিকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ تَعَالٰى بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: আমার আমল পরিমাপ করা হলো, গুণাহের ওজন বেড়ে গেলো, অতঃপর একটি থলে আমার নেকীর পাল্লায় রাখা হলো, যার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে গেলো এবং আমার ক্ষমা হয়ে গেলো। যখন সেই থলেটি খোলা হলো তখন তার মধ্যে সেই মাটি দেখলাম যা আমি এক মুসলমানের দাফনের সময় তার কবরে দিয়েছিলাম। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

কেউ সত্যিই বলেছেন:

রহমতে হক 'বাহা' না মে জুইদ,
রহমতে হক 'বাহানা' মে জুইদ।

(অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত মূল্য নয়, বাহানা খোঁজে থাকে)

কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি

মুসলমানের কবরে মাটি দেওয়া মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি হলো: কবরের মাথার পার্শ্ব হতে দুই হাতে মাটি উঠিয়ে তিনবার কবরে দেবে, প্রথমবার দেওয়ার সময় বলবে: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ [১] দ্বিতীয়বার দেওয়ার সময় বলবে: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ [২] এবং তৃতীয়বার দেওয়ার সময় বলবে: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى [৩] এবার বাকী মাটি কোদাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেলে দিন।

কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন কারো কবরে উপস্থিত হতেন তখন এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো। আরয করা হলো:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: [১] আমি জমিন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, [২] সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাবো [৩] এবং সেটা থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো। **(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ৫৫)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

"জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করার সময় আপনি কান্না করেন না কিন্তু কবরে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেন, এর কারণ কি?" বললেন: আমি **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতে শুনেছি: "আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর, যদি কবরবাসীরা এর থেকে মুক্তি পায় তবে পরবর্তী অবস্থা তার জন্য সহজ হয়ে যায় এবং যদি মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী অবস্থা খুবই কঠিন হবে। (ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২৬৭)

ওসমানী ভয়

আল্লাহ্! আল্লাহ্! যুন্নুরাঈন, কুরআন সংকলক, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খোদা ভীরুতা! তাঁর উপাধী এই কারণেই যুন্নুরাঈন ছিলো যে, তাঁর বিবাহ বন্ধনে **রহমতে কাওনাঈন, নানায়ে হাসাইন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একের পর এক দুই শাহ্জাদী ছিলো, তিনি দুনিয়াতেই নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে নিস্পাপ ফিরিশতারা লজ্জা করতো। এরপরও কবরের ভয়াবহতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্নতা সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন, খোদাভীতির আধিক্যের সময়ে তিনি একবার বলেন: "যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটা জানিনা যে, এ দু'টির মধ্য হতে কোনটিতে যাবো তবে আমি সেখানেই ছাই হয়ে যাওয়া পছন্দ করবো।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮৩, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমাদের অন্তরে গুণাহের জমাট বেঁধে গেছে, অথচ নিঃসন্দেহে জানি যে, মৃত্যু আসবেই, হয়তো আজই এসে যাবে এবং আমাদের কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, এটাও জানি যে, রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে, মনে ভয় চলে আসে এবং অন্ধকার ভয়ের জন্ম দেয়, এরপরও কবরের ভয়াবহ অন্ধকারের কোন অনুভূতি নাই। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার পরও খোদাভীতিতে কাঁপতে থাকতেন। একবার খোদাভীতির অতিশয্যে তিনি একটি খড়ের টুকরো হাতে নিয়ে বললেন: "আহ! আমি যদি এই খড় হতাম, কখনো বলতেন: আহ! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো, কখনো বা বলতেন: আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

কাশকে না দুনিয়া মে পয়দা মায় হুয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গিয়া হোতা।
গুলশানে মদীনা কা কাশ! হোতা মে সববা,
ইয়া মে বন কে এক তিনকা হি ওহাঁ পড়া হোতা।
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খউফ খায়ে জাতা হে,
কাশকে মেরী মা নে হি নেহী জানা হোতা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

দুনিয়াবী জিনিসের অনুশোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আমরা অনুশোচনায় ভরা মৃত্যুর প্রস্তুতি থেকে একেবারে উদাসীন। মনে রাখবেন! জীবন চলার পথে ঐ সকল জিনিস যার প্রতি মানুষের শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভালবাসা ছিলো, মৃত্যুর পর এসবের স্মরণ মানুষকে ব্যাকুল করে তুলে এবং এই আক্ষেপ মৃতের জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে, এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, যখন কারো ফুলের মতো একমাত্র সন্তান হারিয়ে যায়, তবে সে কিরূপ ব্যাকুল হয়ে যায় এবং পাশাপাশি তার ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি যদি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে তার আক্ষেপ অনুশোচনার অবস্থা কেমন হবে! তাছাড়া সে যদি কোন বড় পদের অফিসার হয় এবং বিপদের উপর বিপদ যদি তার এই পদচ্যুতি হয় তবে তার উপর যে কষ্ট ও আক্ষেপের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে তা কেবল সেই বলতে পারবে। সুতরাং তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ, তাছাড়া গাড়ি-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ব্যবসা-বানিজ্য, মিল-ফ্যাক্টরি, উন্নত খাট, ফ্রিজ, খাওয়া-দাওয়ার সরঞ্জামের ভান্ডার, রক্ত ও ঘামের উপার্জন, উচ্চ পদ ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসের প্রতি তার শুধুমাত্র দুনিয়াবী কারণেই ভালবাসা ছিলো, সুতরাং এর বিচ্ছেদের ফলে তার কষ্ট হয়ে থাকে এবং যে যতই নফসের চাহিদানুযায়ী আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সেই বিলাসীতাকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও তত বেশি হবে।

www.dawateislami.net

যার নিকট ধন-সম্পদ কম হবে তার তা ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও কম হবে এবং যার নিকট বেশি হবে, তার তা ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও বেশি হবে। মনে রাখবেন! এই কম বেশির কষ্ট তখনই হবে যখন সে এই ধন-সম্পদের ভালবাসা দুনিয়াবী কারণেই হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এর প্রকাশ রুহ বের হওয়ার সাথে সাথে দাফনের পূর্বেই হয়ে যায় এবং সে নশ্বর পৃথিবীর যেই যেই নেয়ামতের প্রতি পরিতৃপ্ত ছিলো, এসবের বিচ্ছেদের আগুন তার ভেতর জ্বলে উঠে।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

মু'মিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়

যে মুসলমান শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী জিনিসকে চলার পাথেয় বানিয়েছিলো,তার বোঝা ভারী হবে না, মৃত্যু তার জন্য প্রিয়তমের সাক্ষাতের বার্তা নিয়ে আসে, যারা **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দা হয়ে থাকে, যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহী ছিলো না, তাদের সম্পদ ছাড়ার অনুশোচনাও হয় না এবং কবরে তার খুবই আনন্দ অনুভূত হয়। যেমনিভাবে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মু'মিন নিজের কবরে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে (অবস্থান করে) থাকে এবং তার কবরকে ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়, আর তার কবরকে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো আলোকিত করে দেয়া হয়।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৬১৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

ঈর্ষাযোগ্য কে?

হযরত সায়্যিদুনা মাসরূখ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার অন্য কারো প্রতি এমন ঈর্ষা হয় না, যেমন হয় কবরে যাওয়া সেই মু'মিনের প্রতি, যে দুনিয়ার কষ্ট থেকে আরাম পেয়ে গেলো এবং আযাব থেকে সুরক্ষিত রইলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)**

কি অবস্থা হবে!

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন: হে ওমর! যখন তোমার ইন্তিকাল হবে, তখন কি অবস্থা হবে! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে নিয়ে যাবে এবং তিন গজ লম্বা ও দেড় গজ প্রশস্থ কবর তৈরী করবে, অতঃপর ফিরে এসে তোমাকে গোসল দিবে এবং কাফন পরাবে আর সুগন্ধি লাগিয়ে তোমাকে উঠিয়ে নিবে, আর তোমাকে কবরে রেখে দিবে, অতঃপর তোমার কবরে মাটি ভরাট করে দিবে এবং তোমাকে দাফন করে দেবে, আর যখন তারা ফিরে আসবে তখন তোমার নিকট পরীক্ষা গ্রহনকারী দু'জন ফিরিশতা মুনকার ও নকীর আসবে। তাদের আওয়াজ মেঘের গর্জনের মতো এবং চোখ জ্বলন্ত বিদ্যুতের মতো হবে, তারা নিজের চুলকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আসবে এবং তাদের দাঁত দিয়ে কবর খুঁড়ে আসবে,

www.dawateislami.net

তারা তোমকে ধরে নাড়িয়ে কথা বলবে। হে ওমর! সেই সময় কি অবস্থা হবে? হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: তখনো কি আমার অনুভুতি শক্তি আজকের মতোই বহাল থাকবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ"। আরয করলেন: তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি তাদের জন্য যথেষ্ট হবো। (ইত্তেহাফুস সা'দাত লিয যুবাইদী, ১৪তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তির অনুভূতি শক্তি সুরক্ষিত থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাক উদ্ধৃত করার পর বলেন: মৃত্যুর কারণে জ্ঞান ও অনুভুতিতে কোন পরিবর্তন আসে না, শুধুমাত্র শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন আসে, সুতরাং মৃত ব্যক্তি আগের মতো বুদ্ধিমান, বুঝশক্তি সম্পন্ন এবং কষ্ট ও স্বাদ অনুভূতি সম্পন্নই হয়ে থাকে। জ্ঞান ও অনুভূতি হচ্ছে বাতেনী বিষয় এবং তা দৃষ্টিগোছর হয় না। মানুষের শরীর যদিওবা পচেঁ গলে নষ্ট হয়ে যায় তবুও জ্ঞান ও অনুভূতি সুরক্ষিত থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মহা চিন্তার বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্র কসম! মহা চিন্তা, ভয় এবং খুবই ভীতিকর বিষয়, পশুদের তো মরতেই অনুভুতি শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তি যেমনই ছিলো তেমনই রয়ে যায়, বরং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি কয়েক গুন বেড়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হায়! হায়! যদি আমাদের মন্দ আমলের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে! একটু কল্পনা তো করুন! যদি আমাদেরকে সুন্দর এবং সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন ঘরে একাকী আটকে রাখা হয়, তবুও ঘাবড়ে যাব! আর আমাদের মাঝে সম্ভবত কেউ কবরস্থানে একটি রাত একা কাটানোর সাহস করতে পারবে না! আহ! সেই সময় কি অবস্থা হবে, যখন কয়েক মণ মাটির নিচে একা আমাকে ছেড়ে আমার বন্ধুরা ফিরে যাবে, শরীর যদিও স্থীর হয়ে থাকবে, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি তো অটুট থাকবে, লোকদের চলে যেতে দেখবো, তাদের চলার শব্দ শুনতে পাবো, কয়েক মণ মাটির নিচে আমি পড়ে থাকবো। আহ! আহ!! আহ!!! হে বে-নামাযী! হে রমযান মাসের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ভঙ্গকারী! হে যাকাত প্রদানে গড়িমসিকারী! হে সিনেমা-নাটকের দর্শণকারী! হে গান-বাজনা শ্রবণকারী! হে পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী! হে শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের মনে কষ্ট দানকারী! হে চুরি-ডাকাতী ও লোকদের হুমকিভরা চিঠি দিয়ে টাকা আদায়কারী! হে পকেটমার! হে লোকদের জায়গা সম্পত্তি দখলকারী! হে অসহায় কৃষকের রক্ত পানকারী! হে ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের তুফান বর্ষণকারী! হে নিজের স্বাস্থ্য ও সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে গুণাহের বাজার গরমকারী! শুনো! শুনো!! হয়তো এই প্রকাশ্য জীবনে কেউ তোমাদের কবরে বন্ধ করতে পারবে না, তবে অতিশীগ্রই অর্থাৎ কয়েক বছর বা কয়েক মাস বা কয়েক দিন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

বরং হতে পারে কয়েক ঘন্টা পরই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করে নিবে এবং তোমাদের কবরে একা বন্দী করে দেবে! হযরত সায়্যিদুনা বকর আবিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার মাকে বললেন: "প্রিয় মা! এটা কতইনা ভাল হতো যে, আপনি আমার ব্যাপারে বন্ধ্যা (নিঃসন্তান) হতেন। আহ! এখনতো আমি জন্ম লাভ করে ফেলেছি তবে শুনে রাখুন! আপনার সন্তানকে অনেকদিন যাবৎ কবরে বন্দি থাকতে হবে অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাত্রা করতে হবে।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

গুণাহ থেকে বাঁচার একটি ব্যবস্থাপত্র

হায়! হায়! মৃত্যুর পর কিরূপ একাকীত্ব হবে! কেমন অসহায়ত্ব অবস্থা হবে! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আপনি আপনার সংশোধন চান, তবে গুণাহ করার যখন ইচ্ছা জাগে তখন এই ব্যবস্থাপত্রটি অবলম্বন করুন, অর্থাৎ এরূপ চিন্ত ভাবনাা করার অভ্যাস করুন যে, নিঃসন্দেহে মৃত্যু যা আজকেও আসতে পারে আর মৃত্যুর পর আমাকে ঘোর অন্ধকার এবং ছোট্ট কবরে রেখে বন্ধ করে দেয়া হবে, আমি যদিও প্রকাশ্যভাবে নড়তেও পারবো না কিন্তু সবকিছু বুঝতে পারবো! হায়! সেই সময় আমার উপর কিরূপ অবস্থা বিরাজ করবে! আমার সন্তান এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানে যে, আমি সব কিছু দেখছি তবুও সবাই আমাকে একা ফেলে চলে আসবে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

হায়! হায়!! আমার নাফরমানি সমূহ! যদি **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমার কি অবস্থা হবে! হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "শরহুস সুদুর" এ উদ্ধৃত করেন:

কবরের তিরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মৃত ব্যক্তির সাথে আসা লোকেরা ফিরে যায় তখন মৃত ব্যক্তি বসে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে এবং কবরের পূর্বে তার সাথে কারো কথা হয় না, কবর বলে: হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার অবস্থা সম্পর্কে শুনোনি? আমার সংকীর্ণতা, দূর্গন্ধ, ভয়াবহতা এবং কীটপতঙ্গ সম্পর্কে কি তোমাকে ভীতি প্রদর্শণ করা হয়নি? যদি এমন হয় তবে তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ? **(সরহুস সুদুর, ১১৪ পৃষ্ঠা)**

পালাতে পারবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার, সেই সময় যখন কবরে একা হয়ে যাবো, আতংকিত হয়ে যাবো, কোথাও যেতে পারবো না, কাউকে ডাকতে পারবো না এবং পালিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় থাকবে না। সেই সময় কবরের কলিজা বিদীর্ন করা চিৎকার শুনে কি অবস্থা হবে! কবরের মধ্যে নামায আদায়কারী এবং সুন্নাতের উপর আমলকারীর জন্য প্রশান্তি,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

অন্যদিকে বেনামাযী এবং শরীয়াত বিরোধী ফ্যাশনকারীদের জন্য বিপদই বিপদ হবে। যেমনিভাবে; হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

অনুগত বান্দাদের প্রতি দয়া

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; কবর মৃত ব্যক্তিকে বলে: যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য করে থাকো তবে আমি তোমার প্রতি দয়া করবো এবং যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্য হয়ে থাকো তবে আমি তোমার জন্য আযাব স্বরূপ, আমি সেই ঘর, যে আমার মধ্যে নেককাজ এবং আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে প্রবেশ করেছে, সে আমার মধ্য হতে হয়ে মনে বের হবে এবং যে অবাধ্য ও গুণাহগার, সে আমার মধ্য হতে ধ্বংসশীল অবস্থায় বের হবে।

(সরহুস সুদুর, ১১৪ পৃষ্ঠা, আহওয়ালুল কুবুর লিইবনে রজব, ২৭ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার কসম! কবরের অভ্যন্তরীন অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক, কেউ জানে না যে, আমার সাথে কি অবস্থা হবে? **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবরের দৃশ্য সকল দৃশ্য থেকে বেশি ভয়াবহ।"

(তিরমীযি, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩১৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মাহবুব ﷺ এর কান্নাকাটি

তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর সম্পর্কীত খোদাভীরুতা লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে; হযরত সায়্যিদুনা বারা' বিন আ'যিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় শরীক ছিলাম, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের এক পাশে বসলেন এবং এতই কান্নাকাটি করলেন যে, মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করো।"

(ইবনে মাযাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪১৯৫)

কবরের পেট

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন বলতেন: হে কবরেরা! তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থা খুব ভাল, কিন্তু বিপদ সব তোমাদের পেটে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

হায়! মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা আতা সুলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন রাত হতো তখন কবরস্থানের দিকে চলে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসীরা! তোমরা মৃত্যুবরণ করেছো, হায় মৃত্যু! তোমরা নিজের আমল দেখেছো, হায় আমল! অতঃপর বলতেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হায়, হায়! কাল 'আতা'ও কবরে যাবে, হায়! কাল আতাও কবরে যাবে। এভাবেই কান্নাকাটি করতে করতে সারা রাত অতিবাহিত করতেন। **(প্রাগুক্ত)**

আন্ধেরী কবর কা দিল সে নেহী নিকালতা ডর
করোঙ্গা কিয়া জু তু নারাজ হো গিয়া ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের দেখেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন! গুণাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যু বরণকারীদের জন্য কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হবে আর যখন কবরে সে সব কিছু দেখবে, শুনবে এবং বুঝবে সেই মুহূর্তে তার কিরূপ অবস্থা হবে! **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মৃত ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, তাকে কে গোসল দিচ্ছে এবং কে তাকে কাঁধে উঠাচ্ছে, এমনকি তাকে কবরে কে নামাচ্ছে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০৯৯৭)

একাকীত্বের দিন

আহ! আহ! আহ! যখন কবরে নামানো হবে, তখন কি অবস্থা হবে! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আমি তোমাকে নিজের নিঃসঙ্গতার (একাকীত্বের) দিনের কথা বলবো না? তা সেই দিন, যখন আমাকে কবরে একাকী নামিয়ে দেয়া হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

গো পেশ নজর কবর কা পুর হোল গাড়াহ হে,
আফসোস মগর ফির ভি ইয়ে গফলত নেহি জাথী।

প্রতিবেশী মৃতদের আহবান

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: যখন গুণাহগার মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার উপর আযাবের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়, তখন তার প্রতিবেশী মৃতরা তাকে বলে: "হে আমাদের প্রতিবেশী এবং ভাইদের পর দুনিয়ায় অবস্থানকারী! তোমার জন্য কি আমাদের অবস্থা থেকে কোন শিক্ষণীয় বিষয় ছিলো না? আমাদের তোমার পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া কি তোমার জন্য চিন্তা ভাবনার বিষয় ছিলো না? তুমি কি আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখনি? তোমার তো সুযোগ ছিলো, তুমি সেই নেকীগুলো কেন করোনি, যা তোমার ভাইয়েরা করতে পারেনি?" মাটির কোণা থেকে তাকে বলবে: "হে প্রকাশ্য দুনিয়ার চাকচিক্য দ্বারা ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি! তুমি তা থেকে শিক্ষা কেন নাওনি, যারা তোমার পূর্বে এখানে এসেছে এবং তাদেরও দুনিয়া ধোঁকায় রেখেছিলো।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবতা হচ্ছে; প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারী মৃত্যুবরণ করতেই মূলত এই বার্তা দিয়ে যায় যে, যেভাবে আমি মারা গেলাম ঠিক সেভাবেই তোমাকেও মরতে হবে, যেভাবে আমাকে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই তোমাকেও দাফন করা হবে।

জানাযা আগে বড় কে কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো!
মেরে পীছে চলে আও তোমাহারা রেহনুমা মে হোঁ।

আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়!

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন সর্বপ্রথম তার আমল এসে তার বাম উরুতে নাড়া দিয়ে বলে: আমি তোমার আমল। সেই মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে: আমার সন্তান সন্ততি কোথায়? আমার নেয়ামত, আমার সম্পদ কোথায়? তখন আমল বলে: এসব তোমার পিছনে রয়ে গেছে এবং আমি ছাড়া তোমার কবরে আর কেউ আসেনি।

(সরহুস সুদুর, ১১১ পৃষ্ঠা)

সাথ জিগরী ইয়ার ভি না আয়ে গা, তু একেলা কবর মে রেহ জায়েগা।
মাল, দুনিয়া কা এহিঁ রেহ জায়েগা, হার আমল আচ্ছা বুরা সাথ আয়েগা।
মালে দুনিয়া দো জাহাঁ মে হে ওবাল,
কাম আয়েগা না পেশে যুল জালাল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত!

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবর হয়তো জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্ত সমূহের একটি গর্ত।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৬৮)**

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি কবরের আলোচনা বেশি পরিমাণে করে, সে একে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান হিসেবে পায় এবং যে এর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, সে এটিকে জাহান্নামের গর্ত সমূহ থেকে একটি গর্ত হিসেবে পায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কবরস্থানে প্রবেশ করলাম, যখন সেখান থেকে বের হতে লাগলাম তখন উচ্চ স্বরে কেউ বললো: হে সাবিত! এই কবরবাসীদের নিরবতা (দেখে) ধোঁকা খেও না, এদের মধ্যে অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

অস্থায়ী কবর

হযরত সায়্যিদুনা রাবিই বিন খুসাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ঘরে একটি কবর খুঁড়ে রেখেছিলেন। যখনই তিনি নিজের অন্তরে কোন কঠোরতা অনুভব করতেন তখন তার ভিতর গিয়ে শুয়ে পড়তেন এবং যতক্ষণ **আল্লাহ্ তাআলা** চাইতেন সেখানে অবস্থান করতেন। অতঃপর ১৮ পারা সুরা মু'মিনুন এর ৯৯ ও ১০০ নং আয়াতের এই অংশটুকু তিলাওয়াত করতেন:

رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার রব! আমাকে পূনর্রায় ফেরত পাঠান! হয়তো আমি তখন কিছু পুণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি।

অতঃপর নিজের নফসের দিকে মনোনিবেশ করে বলতেন: হে রবীই! এখন তোমাকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো। **(প্রাগুক্ত)**

কবরবাসীদের সঙ্গ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কবরের পাশে বসা ছিলেন, এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বললেন: আমি এমন লোকদের নিকট বসে আছি, যারা আখিরাতের স্বরন করিয়ে দেয় এবং যখন উঠে যাই তখন (তারা) আমার গীবত করে না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

আমিও তো এদের অন্তর্ভূক্ত

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাতে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসীরা! কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদের ডাকছি অথচ তোমরা উত্তর দিচ্ছো না? অতঃপর বলতেন: **আল্লাহ্ তাআলার** কসম! এদের উত্তর দেয়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আহ! মূলত যেন আমিও এদের অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর ফযরের সময় উদিত পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতে থাকতেন। **(প্রাগুক্ত)**

কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একবার তার কোন বন্ধুকে বললেন: ভাই! মৃত্যুর স্মরণ আমার ঘুম কেঁড়ে নিয়েছে, আমি রাতভর জেগে থাকি এবং কবরবাসীদের সম্পর্কে ভাবতে থাকি। হে ভাই! যদি তুমি তিনদিন পর কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে দেখ তবে জীবনে অনেকদিন তার সাথে থাকার পরও তোমার তাকে দেখে আতঙ্ক বিরাজ করবে এবং যদি তুমি তার ঘরের অর্থাৎ তার কবরের অভ্যান্তরিন অংশ দেখো যাতে কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে এবং শরীরকে খাচ্ছে, পূঁজ বের হচ্ছে, মারাত্মক দূগর্ন্ধ আসছে আর কাফনও ময়লা হয়ে গেছে। হায়, হায়! ভাবুন তো একবার!

www.dawateislami.net

এই মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিলো তখন সুন্দর ছিলো, সুগন্ধিও উন্নত মানের ব্যবহার করতো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করতো..... বর্ণনাকারী বলেন: এতটুকু বলার পর তাঁর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর একটি চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

নরম নরম বিছানা ও কবর

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঐ ব্যক্তির প্রতি জমিন (মাটি) আশ্চার্যান্বিত হয়, যে নিজের স্বপ্নের ঘরকে পরিপাটি করে এবং শোয়ার জন্য নরম বিছানা বিছিয়ে থাকে। জমিন তাকে বলে: হে আদম সন্তান! তুমি আমার মাঝে অনেকদিন যাবৎ পঁচে গলে যাওয়াকে কেন স্মরণ করছো না? মনে রাখবে! আমার এবং তোমার মাঝে কোন কিছু আড়াল হবে না! (অর্থাৎ তোমাকে মাটির উপর কোন তোষক ছাড়াই রেখে দেয়া হবে!) (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতো

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ রাখাশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণকারী ছিলেন। যখন কবর দেখতেন তখন কবরের অন্ধকার ও একাকীত্বের নির্জনতার ভয়ে এতই আতঙ্কিত হতেন যে, তাঁর মুখ থেকে ষাঁড়ের মতো আওয়াজ বের হতো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

কবরে ভীতি প্রদর্শণকারী বিষয়গুলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই কবরের অবস্থা র্নিভয়ে থাকার মতো নয়, আজ আমাদের শরীরে টিকটিকি উঠে গেলে বরং বিচ্ছু পাশ দিয়ে চলে গেলেও শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুখ থেকে চিৎকার বের হয়ে যায়। হায়, হায়! গুণাহের কারণে যদি **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবে সংকীর্ণময় কবরে এসে কে আমাদের বাঁচাবে, কে আমাদের সান্তনা দেবে। আহ! আহ! আহ! হে বিড়ালের আওয়াজ শুনে ঘাবড়ানো ব্যক্তিরা শোন! হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "শরহুস সুদুর" এ উদ্ধৃত করেন: "যখন মানুষ কবরে প্রবেশ করে তখন সেই সব জিনিস তাকে ভয় প্রদর্শণ করার জন্য চলে আসে যেগুলোকে সে দুনিয়াতে ভয় করতো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করতো না।" **(শরহুস সুদুর, ১১২ পৃষ্ঠা)**

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কাড়ী।

গুণাহের ভয়ঙ্কর আকৃতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজের বাতেনকে দেখো তবে দেখবে যে, বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী তোমাকে ঘিরে রেখেছে;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

যেমন; রাগ, কামভাব, ঘৃণা, হিংসা, অহঙ্কার, আত্ম অহমিকা এবং লৌকিকতা ইত্যাদি। যদি তুমি গুণাহের কারণে দৃষ্টিগোচর না হওয়া এই সকল হিংস্র প্রাণী হতে সামান্য পরিমাণ উদাসীন হয়ে গুণাহ করো তবে এই হিংস্র প্রাণীগুলো তোমাকে কামড়াতে এবং আচড়াতে থাকে। যদিও এখন তোমার এই কষ্ট অনুভূত হচ্ছেনা এবং তা তোমার দৃষ্টিগোছরও হচ্ছেনা কিন্তু মৃত্যুর পর কবরে পর্দা উঠে যাবে আর তুমি সেই হিংস্র প্রানীদের দেখবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি নিজের চোখেই দেখবে যে, গুণাহসমূহ বিচ্ছু এবং সাপ ইত্যাদির আকৃতিতে কবরে তোমাকে ঘিরে রেখেছে। বিশ্বাস করুন! এই মন্দ অভ্যাসগুলো আসলে ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীই, যা এখনও তোমার সাথেই আছে কিন্তু এদের ভয়ানক আকৃতি তোমার কবরে দৃষ্টিগোচর হবে। এই ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীগুলোকে নিজের মৃত্যুর পূর্বেই মেরে ফেলো অর্থাৎ গুণাহ ছেড়ে দাও, যদি না ছাড়ো তবে ভাল ভাবে জেনে নাও যে, সেই গুণাহের হিংস্র প্রাণী এখনও তোমার অন্তরকে কাটছে এবং আচড়াচ্ছে। যদিও এই কষ্ট তোমার অনুভব হচ্ছে না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চরম উদাসীনতার যুগ, শুধুমাত্র দুনিয়াবী জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি শিখার প্রতি ধাবিত এবং চারিদিকে সম্পদ উপার্জনের ভিড় লেগে আছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

ইলমে দ্বীন অর্জন করা, নামায আদায় এবং সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য মুসলমান আগ্রহী নয়, চেহারা, পোশাক বরং সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুতেই কাফিরদের অনুসরনেরই মানসিকতা। **আল্লাহ্ তাআলা**র কসম! সর্বদা অযথা বকবক এবং গুণাহের আধিক্য খুবই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, অত্যাধিক বলার কারণে অনেক সময় মুখ দিয়ে কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়, কিন্তু সে সেই সম্পর্কে জানেই না। ঈমানের হিফাজতের মানসিকতাও আজ গুটিকতেকের কাছেই বিদ্যমান। **আল্লাহ্** না করুন! নাফরমানীর কারণে যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং কুফরির উপর মৃত্যু হয়, তবে وَاللّٰه بِاللّٰه تَاللّٰه অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে। যে কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তার কবর আযাবের একটি ঝলক লক্ষ্য করুন। যেমন; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন:

অন্ধ বধির চতুষ্পদ জন্তু

হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, কবরে কাফিরের উপর অন্ধ এবং বধির চতুষ্পদ জন্তু লেলিয়ে দেয়া হয়। তার হাতে লোহার একটি চাবুক থাকে। সে এই চাবুক দিয়ে কাফিরকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রহার করতে থাকবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আহ! আমি যদি সেই ব্যক্তি হতাম

প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের হিফাজতের চিন্তা থাকা উচিত, এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন, যেন আশিকানে রাসূলের উত্তম সঙ্গ প্রাপ্ত হই, ইলম অর্জিত হয়, মুখের সতর্কতার উৎসাহ পাওয়া যায় এবং ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্তরে বৃদ্ধি পায় আর দুনিয়াবী উদ্দেশ্য যেমন; রোজগার ও চাকরীর জন্য দোয়ার পাশাপাশি শেষ পরিণতি ভাল হওয়ার এবং ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করা আর করানোরও মানসিকতা তৈরি হয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা মন্দ মৃত্যুর ব্যাপারে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে। অতঃপর বললেন: "আহ! সেই ব্যক্তি যদি আমি হতাম।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কথাটি জাহান্নামে সর্বদা অবস্থান করা এবং মন্দ মৃত্যুর ভয়ে বলেছিলেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)**

ভীত সন্ত্রস্ত বুযুর্গ

এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি যখন তাকে বসা অবস্থায় দেখতাম মনে হতো যেন একজন কয়েদী, যাকে গর্দান উড়ানোর জন্য আনা হয়েছে!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আর যখন কথা বলতেন যেন মনে হতো তিনি আখিরাতকে চোখের সামনে দেখে দেখে কথা বলছেন এবং যখন চুপ থাকতেন তখন এমন মনে হতো যেন চোখের সামনে আগুন প্রজ্জলিত করা হচ্ছে! এরূপ বিষন্ন ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: আমার ঐ বিষয়ে ভয় হয় যে, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমার কতিপয় অপছন্দনীয় আমল দেখে আমাকে আযাব দেন এবং বলেন যে, যাও তোমাকে ক্ষমা করা হলো না, তবে আমার কি হবে? (প্রাগুক্ত)

আহ! কসরতে ইসইয়াঁ, হায়! খওফ দোযখ কা,
কাশ! ইস জাহাঁ কা মে না বশর বনা হোতা।

আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে খোদাভীরুদের মর্যাদা অনেক উচ্চ স্তরে হয়ে থাকে। এমনিভাবে যে রাতে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেন, সেই রাতে দেখা গেলো যে, যেন আসমানের দরজা খোলা রয়েছে এবং এক আহবানকারী ঘোষনা করছেন: শোন! হাসান বসরী **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

আরশে পর ধুমে মাছী ওহ মু'মিনে সালিহ মিলা,
ফরশ পর মা'তম উঠে ওহ তৈয়ব ও তাহির গিয়া।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অতি আত্মবিশ্বাসের মধ্যে থাকো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা এই অতি আত্মবিশ্বাসে থাকে যে, আমার আকীদা খুবই মজবুত, আমার যদিও বদ আকীদা ও কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব, বদ আকীদা লোকের বয়ান শ্রবণ করলেও, তাদের কিতাব ও পত্রিকার কলাম গুলো পড়লেও এমনকি তাদের সংস্পর্শে থাকলেও আমার ঈমান নষ্ট হবে না! **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! এমন লোক বড় ভূলের মধ্যে রয়েছে। "মলফুযাতে আ'লা হযরত" এ রয়েছেঃ যে নিজের নফসের প্রতি আস্থা রাখে, সে অনেক বড় এক মিথ্যুকের উপর আস্থা রাখলো এবং যদি নফস কোন বিষয়ের উপর কসম খেয়ে বলে তবে সেটাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

(সংক্ষেপিত মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করুন! কাফের এবং বদ মাযহাবীদের এমনকি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবা ও আউলিয়াদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বেয়াদবদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা, তাদের শিক্ষক বানানো, তাদের বয়ান শ্রবণ করা ইত্যাদি সব হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এবং যদি তাদের অমঙ্গলের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে কবরে অসংখ্য আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, যেমন; কিয়ামত পর্যন্ত নিরান্নব্বইটি ভয়ঙ্কর অজগর সাপ ছোবল মারতে থাকবে এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

জাহান্নামে সর্বকালের জন্য থাকতে হবে। কাফেরের সংস্পর্শের কারণে ঈমান নষ্টকারী দূর্ভাগা মুরতাদ কিয়ামতের দিন আফসোস করে খুবই আর্তনাদ করবে। যেমনিভাবে; ১৯ পারা সুরা ফুরকানের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۲۸﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! নিশ্চয় সে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমার নিকট আগত উপদেশ থেকে।

ঈমান সহকারে মৃত্যুর ওযীফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুণাহের কারণেও ঈমান নষ্ট হতে পারে। সুতরাং গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, ঈমান হিফাযতের দোয়া করা থেকে উদাসীন না হওয়া চাই, কামিল পীরের বাইয়াত গ্রহন করে তাঁর দোয়ার আশ্রয়ে চলে আসা উচিৎ। তাছাড়া ঈমান হিফাযতের ওযীফাও পাঠ করতে থাকা উচিৎ। "শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া" এর ২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি ওযীফা লিখা হয়েছেঃ যে প্রতিদিন সকালে (অর্থাৎ অর্ধ রাত ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (পূর্বে ও পরে তিনবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করবে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ ব্যক্তির অন্তর জীবিত থাকবে এবং ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে।

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরে করম সে,
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী!

ঘুম উড়ে গেছে

হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন রাতে বিছানায় শুতেন তখন এমন ভাবে গড়াগড়ি করতেন যেমনিভাবে; গরম কড়াইয়ের মধ্যে শষ্য ইত্যাদি এদিক সেদিক লাফাতে থাকে! অতঃপর বিছানাকে গুটিয়ে নিতেন এবং কিবলামূখী হয়ে যেতেন (অর্থাৎ নফল নামায আদায় করতেন) এবং বলতেন: জাহান্নামের স্মরণ খোদাভীরুদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত এমনি ভাবে ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)**

দিওয়ানা

হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েস করনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওয়াজকারীর কাছে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ওয়াজ শুনে কান্না করতেন, যখন জাহান্নামের আলোচনা হতো তখন চিৎকার করে করে উঠে চলে যেতেন, লোকেরা পাগল পাগল বলে তাঁর পিছু নিতো। **(প্রাগুক্ত)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

পুলসিরাত

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: মু'মিনের ভয় ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না যতক্ষন পর্যন্ত সে জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হবে না। (প্রাগুক্ত)

স্বপ্নে প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর দয়া

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "মন্দ মৃত্যুর কারণ" মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পাঠ করুন, যদি আপনার অন্তর জীবিত থাকে তবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ পড়ার সময় কান্না চলে আসবে। এক ইসলামী ভাই সম্ভবত ১৪১৯ হিজরীতে নিজের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন: আমি রাতে রিসালা "মন্দ মৃত্যুর কারণ" পাঠ করাতে আমি ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে একেবারে ঘাবড়ে গেলাম, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো, কাঁদতে কাঁদতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুমাতেই আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার ঈমানকে বাচিঁয়ে নিন! **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতে একটি রেজিষ্টার ছিলো,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

যা আমি গুণাহগারকে দিলেন এবং মুচকি হেঁসে ইরশাদ করলেন: "ঈমানের উপর শেষ পরিণতিও হবে এবং সবকিছুই লাভ করবে।"

সরে বালী ইনহে রহমত কি আদা লায়ি হে,
হাল বিগড়া হে তো বিমার কি বন আয়ি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য

যে প্রতি রাতে সূরা মূলক পাঠ করবে, সে কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। **(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

কবর আলোকিত করার জন্য

"রউযুর রিয়াহীন" এ বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা শকিক বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটির মধ্যে পেয়েছি (১) গুণাহের চিকিৎসা চাশতের নামাযের মধ্যে (২) কবর আলোকিত হওয়াকে তাহাজ্জুদের মধ্যে (৩) মুনকার নকিরের উত্তরকে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে (৪) পুলসিরাত নিরাপদে অতিক্রম করাকে রোযা ও দান-খয়রাতের মধ্যে (৫) হাশরের মাঠে আরশের ছায়া পাওয়াকে নির্জনতা অবলম্বন করার মধ্যে।

(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

কবরের সাহায্যকারী

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নেক আমল এসে তাকে ঘিরে নেয়। যদি আযাব তার মাথার দিক থেকে আসে তবে কুরআনের তিলাওয়াত তা আটকে দেয় আর যদি পায়ের দিক থেকে আসে, তবে নামাযে দাঁড়ানো তার পথরোধ করে, যদি হাতের দিক থেকে আসে তবে হাত বলে: **আল্লাহ্ তাআলার** কসম! সে আমাকে সদকা দেয়া এবং দোয়া করার জন্য প্রসারিত করতো, তুমি তার নিকট পৌঁছাতে পারবে না, যদি মুখের দিক থেকে আসে তবে যিকির ও রোযা সামনে এসে যাবে, এমনিভাবে একদিকে নামায ও ধৈর্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং বলবে: আর যদি কোন দিক বাকী থাকে তবে আমরা উপস্থিত আছি।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও আউলিয়ায়ে এজামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام ভালবাসা ও সম্পর্কও কবরের আযাব থেকে বাচিঁয়ে নেয়। যেমনিভাবে; শরহুস সুদুরের দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করুন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

(১) শায়খাইনদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মুক্তি

এক ব্যক্তিকে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰہُ تَعَالٰی بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: মুনকার নকিরের সাথে কিরূপ কাটলো? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় আমি তাদের আরয করলাম: হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দের ওসীলায় আমাকে ছেড়ে দিন। তখন তাদের মধ্যে একে অপরকে বললো: তিনি তো অনেক বড় বুযুর্গদের ওসীলা পেশ করেছেন সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও। অতঃএব তারা আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন। **(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪১ পৃষ্ঠা)**

(২) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর মুক্তি

এক নেককার ব্যক্তি যিনি হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর খাদিম ছিলেন। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, দাফনের পর কবরের পাশে উপস্থিত অনেকেই শুনেছেন যে, সে মুনকার নকিরকে বলছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

"আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন, আমি তো বায়েজিদ বোস্তামীর খাদিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।" সুতরাং মুনকার নকির তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন। (প্রাগুক্ত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাসে নিজের এলাকার যেলী নিগরানকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত এবং সুন্নাতের উপর আমল করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে, তাছাড়া কবরের আযাব হতে বাঁচার মাধ্যম হবে।

দু'টি শিক্ষণীয় কাহিনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল কথায় কথায় মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, সুতরাং পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক অটুট রাখার আগ্রহে ভাল নিয়্যত সহকারে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের প্রসঙ্গে দু'টি কাহিনী উপস্থাপন করছি।

(১) **কাহিনী:** হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ বর্ণনা করছিলেন, এমতাবস্থায় বললেন: সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি আমাদের মাহফিল থেকে উঠে যান।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলেন, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরাতন ঝগড়া ছিল। উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললেন: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে: কেন এরূপ হল? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কী?) যুবকটি (সেখানে) উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এরূপ শুনেছি, "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত নাযিল হয় না।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

(২) কাহিনী: এক হাজী কোন এক দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট মক্কায়ে মুকার্‌রমায় একহাজার দীনার আমানত স্বরূপ জমা রাখলেন। হজ্বের কার্যাবলী সম্পাদনের পর মক্কায়ে মুকার্‌রমায় ফিরার পর জানতে পারলেন যে, সেই ব্যক্তি মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট সেই আমানত সম্পর্কে খবরা-খবর নিলে তারা বললেন: আমরা জানি না। এক **আল্লাহ্ তাআলা**র অলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাজীকে বললেন: মাঝরাতে জমজম কূপের পাশে গিয়ে সেই ব্যক্তির নাম ধরে ডাকো, যদি সে জান্নাতি হয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উত্তর দেবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সুতরাং সে গেলো এবং জমজম শরীফের কূপের পাশে গিয়ে ডাকলো কিন্তু কোন উত্তর আসলো না, তিনি যখন এই কথা সেই বুযুর্গকে জানালেন তখন তিনি "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" পাঠ করে বললেন: ভয় হচ্ছে যে, সে জাহান্নামী, ইয়ামেনে যাও, সেখানে বরহুত নামে একটি কূপ আছে, মাঝরাতে তাতে ঝুঁকে সেই ব্যক্তির নাম ধরে ডাকো, যদি সে জাহান্নামী হয় তবে উত্তর দেবে। সুতরাং সে এমনই করলো, সে উত্তর দিলো। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: আমার আমানত কোথায়? সে বললো: আমি আমার ঘরের অমুক জায়গায় পুতে রেখেছি, যাও গিয়ে খুঁড়ে তা নিয়ে নাও। জিজ্ঞাসা করা হলো: তুমি তো নেককার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলে, তারপরও এই শাস্তি কেন? সে বললো: আমার এক গরীব বোন ছিলো, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম, তার প্রতি দয়া করতাম না। **আল্লাহ্ তাআলা** বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। **(কিতাবুল কাবায়ির, ৫৩,৫৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, খালা-মামা, চাচা-ফুফী ইত্যাদি আত্মীয়দের "যুল আরহাম" বলে। এদের সাথে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা" বলে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যেমনিভাবে;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আত্মীয়দের সাথে) সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৯৮৪)** (তবে হ্যাঁ বদআকীদা সম্পন্ন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না)

১০টি চিন্তা-ভাবনা মূলক ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককে নিজের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

(২) যে দায়িত্ববান তার অধীনস্থদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে জাহান্নামে যাবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২০৩১১)

(৩) যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তাআলা** কোন সম্প্রদায়ের যিম্মাদার বানালেন অতঃপর সে তাদের মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রাখলো না তবে সে জান্নাতে সুগন্ধিও পাবে না। **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৫১)**

(৪) ন্যায় বিচারক কাযীর (শাসক) কিয়ামতের দিন একটি মূহুর্ত এমন আসবে যখন সে আকাঙ্খা করবে যে, আহ! সে দু'জনের মাঝে যদি একটি খেজুরের জন্যও সমাধান না করতো।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৯৮৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৫) যে ব্যক্তি দশ ব্যক্তির উপরও যদি দায়িত্বশীল হয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে নেয়া হবে যে, তার হাত তার ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। এখন হয়তো তার ন্যায়পরায়নতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার অত্যাচার তাকে আযাবে নিপতিত করবে। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৩৪৫)

(৬) **(হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়াঃ) **হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল, অতঃপর সে তাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শণ করে তবে তুমিও তার উপর কঠোরতা প্রদর্শণ করো। আর যদি তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শণ করে তবে তুমিও তার সাথে নম্রতা প্রদর্শণ করো।

(মুসলিম, ১০১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ১৮২৮)

(৭) **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে মুসলমানের কাজ সমূহ হতে কোন কিছুর দায়িত্বশীল বানালো, অতঃপর সে তাদের চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**ও তার চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ২৯৪৮) (আহ! আহ!! আহ!!! যারা অধীনস্থদের চাহিদাকে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে পূর্ণ করে না তবে **আল্লাহ্ তাআলা**ও তাদের চাহিদা পূরণ করবে না।)

(৮) **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি দয়া করে না, যে লোকদের প্রতি দয়া করেনা। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৭৩৭৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(৯) "নিশ্চয় তোমরা অতি শীঘ্রই শাসনভারের আকাঙ্ক্ষা করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন তা অনুশোচনার কারণ হবে।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমি এই কাজের (অর্থাৎ শাসনভারের) জন্য এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি না, যে এটা চায় বা এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৪৮,৭১৪৯) (যে মন্ত্রীত্ব, পদ এবং দায়িত্বের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এবং পদ না পাওয়ার কারণে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয়।)

(১০) ন্যায় বিচারক শাসক নূরের মিম্বরে থাকবে, এরা হচ্ছে সেই লোক, যারা নিজের সিদ্ধান্ত সমূহ, পরিবারের সদস্য এবং যাদের উপর দায়িত্বশীল তাদের সাথে ন্যায় পরায়ণতার সাথে কাজ সম্পাদন করে। (সুনানে নাসায়ী, পৃষ্ঠা ৮৫১, হাদীস নং: ৫৩৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (ইবনে আসাকীর, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল

❋ ৪টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) যে (ব্যক্তি) কোন মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মৃতের পরিবারের নিকট গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করলো, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব লিখে দিবেন, অতঃপর যদি মৃতের সাথে যায় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** দুই ক্বিরাত প্রতিদান লিখেন, অতঃপর যদি মৃতের জানাযার নামায আদায় করে, তবে তিন ক্বিরাত, অতঃপর যদি কাফন-দাফনে উপস্থিত থাকে তবে চার ক্বিরাত আর প্রতি ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। **(সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা। উম্দাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৭)** (২) মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে, (তার মধ্যে একটি হলো) যখন মৃত্যু হবে তখন তার জানাযায় অংশ নেয়া। **(মুসলিম, ১১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৫ (২১৬২), সংক্ষেপিত)** (৩) "যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ সমস্ত লোকদের শান্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। **(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১০ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ১১০৮)** (৪) "মু'মিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। **(মুসনাদুল বাযযার, ১১তম খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নংঃ ৪৭৯৬)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

❁ হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: **ইয়া আল্লাহ্!** যে শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযার সাথে ছিলো, তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে, ফিরিশতা তার জানাযার সাথে থাকবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। (শরহুস সুদুর, ৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: একটি বাক্যের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জানাযার লাশবাহী খাট দেখার পর বলতেন। (তা হলো:) سُبْحٰنَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ (অর্থাৎ- ঐ পুতঃপবিত্র সত্তা যিনি জীবিত, যার কখনো মৃত্যু আসবে না।) সুতরাং আমিও জানাযার লাশবাহী খাট দেখে এরূপ বলতাম, আর এ বাক্য বলার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (ইহইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা) ❁ জানাযায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহন করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

❋ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের পরিণতির কথা ভাবতে থাকুন যে, আজকে যেমনিভাবে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনিভাবে একে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে, ঠিক তেমনি আমাকেও দাফন করে দেওয়া হবে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। ❋ জানাযার লাশবাহী খাটকে কাঁধে নেয়া সাওয়াবের কাজ, **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন মুয়ায رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে উঠিয়েছিলেন। (তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সা'আদ, ৩য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা। আল বিনায়া, ৩য় খন্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা) ❋ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার লাশবাহী খাট নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে তার চল্লিশটি কবীরা গুণাহ মোছন করে দেয়া হবে।" তাছাড়াও হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার চার পায়া কাঁধে নেয় **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে চিরস্থায়ী ক্ষমা করে দিবেন।" (জুহরা, ১৩৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৫৮,১৫৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা) ❋ সুন্নাত হলো, একের পর এক চারো পায়া কাঁধে নেয়া এবং প্রতিবার দশ কদম চলা। পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে, প্রথমে মাথার ডান পাশের পায়া কাঁধে নিবে অতঃপর ডান পায়ের দিকে, এরপর মাথার বাম পাশে অতঃপর বাম পায়ে এভাবে দশ কদম করে চলবে তবেই চল্লিশ কদম পূর্ণ হবে।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অনেকে জানাযার জুলুশে এভাবে বলে যে, প্রত্যেকে দু'দু'কদম করে চলুন! তাদের উচিৎ এভাবে ঘোষনা করা: "দশ দশ কদম করে চলুন" ❁ জানাযাকে কাঁধা দেয়ার সময় জেনে শুনে কষ্ট দেয়ার ভঙ্গিতে লোকদের ধাক্কা দেয়া, যেমন অনেকে নিশেষ ব্যক্তির জানাযায় এরূপ করে থাকে, এটা নাজায়িয এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ❁ ছোট বাচ্চার জানাযা যদি একজনেই হাতে করে নিয়ে চলে তবে অসুবিধে নাই এবং একের পর একের হাতে নিতে থাকুন। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) মহিলাদের (বড় হোক বা ছোট) কোন প্রকার জানাযার সাথে যাওয়া নাজায়িয ও নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) ❁ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধাও দিতে পারবে এবং কবরে নামাতেও পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং সরাসরি শরীর স্পর্শ করা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮১২,৮১৩ পৃষ্ঠা) ❁ জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালেমা তৈয়্যব বা কালেমা শাহাদত বা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয।

(দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯ম খন্ড, ১৩৯-১৫৮ পৃষ্ঠা)

জানাযা আগে আগে কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো!
মেরে পীছে চলে আও তুমহারা রেহনুমা মে হোঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৪ই রযবুল মুরাজ্জব ১৪৩৫ হিজরি
১৪-০৫-২০১৪ ইংরেজি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

তথ্যসুত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআন মজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
বুখারী	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	উমদাতুল ক্বারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী	**আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির**	দারুল মারিফা বৈরুত
তিরমীযি	দারুল ফিকির	ইহইয়াউল উলুম	দারু সাদির, বৈরুত
নাসায়ী	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	শরহুস সুদুর	মারকায আহলে সুন্নাত বরকাত রযা, ভারত
ইবনে মাযাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	আহওয়ালুল কুবুর	দারুল গাদাল জদীদ, মিশর
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইত্তিহাফুস সা'আদাত	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**
মু'জামুস সগীর	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	কিতাবুল কাবায়ির	পেশাওয়ার
মুসনাদে আবী ইয়ালা	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা বৈরুত
মুসনাদে বাযার	মাকাতাবাতুল উলুম ও হিকম, মদীনা মনোয়ারা	জাওয়াহির	বাবুল মদীনা করাচী
সুনানে কুবরা	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাসুরাল খাত্তাব	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মুজামুয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
তাবকাতুল কুবরা	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	তাযকিরায়ে মাশায়িখ কাদেরীয়া রযবীয়া	কাশ্মীর ইন্টারনেশনাল পাবলিশার্স
হিলইয়াতুল আউলিয়া	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত**	শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয় আত্তারীয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সিন্ধু প্রদেশ) পহেলা মুহার্‌রামুল হারাম ১৪২৫ হিজরি রোজ রবিবার (২০,২১,২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইংরেজি সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) তে প্রদান করেছিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বয়ানটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

বেপরোয়া কথোপকথনকারীর কিয়ামতের দিন পাঁচটি স্থানে পেরেশানী

বর্ণিত রয়েছেঃ প্রত্যেক হাসি, তামাশা, বা অহেতুক কথাবার্তার জন্য বান্দাকে (কিয়ামতের ময়দানে) পাঁচটি স্থানে ধমক দেয়া এবং বিস্তারিত বিবরণ চাওয়ার জন্য বাধা প্রদান করা হবেঃ

﴾১﴿ তুমি কথা কেন বলেছিলে? এর মধ্যে কি তোমার কোন উপকার ছিলো?

﴾২﴿ তুমি যে কথা বলেছিলে, এর দ্বারা কি তোমার কোন উপকার হয়েছিলো?

﴾৩﴿ যদি তুমি সে কথা না বলতে, তবে কি তোমার কোন ক্ষতি হতো?

﴾৪﴿ তুমি কেন নিশ্চুপ ছিলে না, যার ফলে তুমি পরিণাম থেকে সুরক্ষিত থাকতে?

﴾৫﴿ তুমি সেটার স্থলে سُبْحٰنَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে প্রতিদান ও সাওয়াব কেন অর্জন করনি?

(কুতুল কুলুব, ১ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net